বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

১৫/০৩/১৪২৪ বঙ্গাব্দ/ ২৯/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে
অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

১৫/০৩/১৪২৪ বঙ্গাব্দ/ ২৯/০৬/২০১৭ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: ২৯ জুন, ২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৬তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৬তম বোর্ড সভা ২৯ জুন, ২০১৭ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড: মো: মোজাম্মেল হক খান এর সভাপতিত্বে তাঁর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/ কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট – 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ১.০। গত ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৫তম সভার কার্যবিবরণী সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর কোনরুপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত (Confirm) করা হয়। অতঃপর **বিগত ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:**

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ১৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পরামর্শ ও নির্দেশনার আলোকে দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠণ করা হয়। গঠিত কমিটির ০১/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভায় স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্গঠিত নকশা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দু'টি খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ০৫/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা পুনর্গঠন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দু'টি খসড়া প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত দু'ধরনের স্থাপত্য নকশা দ্রুততম সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুনয় সম্মতি ও দিক নির্দেশনার জন্য অচিরেই সময় চাওয়া হবে।

এ বিষয়ে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন যে, বোর্ডের মহাপরিচালক মূখ্য সচিব মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টার বিগত ২০০৮ সাল থেকে র‌্যাব-২ কে অস্থায়ীভাবে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয় যার মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি. তারিখে শেষ হবে। ২৫ মে ২০১৭ খ্রি. তারিখে র‌্যাব-২/২২২২ কিউ/৫০৯ নং স্মারকে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারটি অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের মেয়াদ ১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করণের অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৬ নং দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ০২ টি ৩০ তলা ভবনের নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনগঠন করে একনেকের অনুমোদন নিয়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হবে। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনা-নেওয়ার পর ১০০টি বড় বাস/মিনিবাস উক্ত জায়গায় অবস্থান করে। যেহেতু আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হবে, সেহেতু শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটির স্থানে স্টাফবাসগুলো রাখার বিকল্প স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে

পারে। এ প্রেক্ষাপটে শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাব-২ এর অনুকূলে ভাড়ার বিনিময়ে আগামী ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত নবায়ন করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলে শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের জায়গাটি বোর্ডের স্টাফবাস রাখার জন্য প্রয়োজন হবে বিধায় আগামী ছয় মাস (ডিসেম্বর, ২০১৭) পর্যন্ত ভাড়া নবায়ন করে কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য র‍্যাব-২ কে অনুরোধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : (১) বোর্ডের মহাপরিচালক মুখ্য সচিব মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট নকশা উপস্থাপনের সময় গ্রহণ করবেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ নকশা উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

(২) ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলে শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের জায়গাটি বোর্ডের স্টাফবাস রাখার জন্য প্রয়োজন হবে বিধায় ভাড়া আগামী ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত নবায়ন করে কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য র‍্যাব-২ কে অনুরোধ করে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
(২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

(খ) <u>বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।</u>

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে নতুন ভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণের বিষয়ে ২২/১২/১৬খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্লোর ভিত্তিক পরিকল্পনার সংশোধনী প্রস্তাব জানুয়ারী/২০১৭ তে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিস্বাক্ষর করা হয়নি বলে সম্প্রতি স্থাপত্য অধিদপ্তর পত্র দিলে প্রতিস্বাক্ষর করে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ডিজিটাল সার্ভে করে প্রতিবেদন স্থাপত্য অধিদপ্তরে গত মে/২০১৭ মাসে প্রেরণ করে তার অনুলিপি কল্যাণ বোর্ডেকে দিয়েছে।

অপরদিকে খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের ফ্লোর ভিত্তিক পরিকল্পনা পাওয়া গেছে কিন্তু তা যথাযথ নয় বিধায় পুনরায় প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে। Soil Test এর রিপোর্ট ও উক্ত স্থানে কয়টি বেজমেন্ট এবং কততলা ভবন নির্মাণ করা যাবে সে সম্পর্কিত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্টও পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার কাজ প্রায় ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি কাজ চলমান আছে। কাজ শুরু করতে বিলম্বের কারণ এবং এখনও কেন কাজ শেষ হয়নি সে বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধির নিকট জানতে চাইলে সভায় জানানো হয় যে, ইলেকট্রিক কাজগুলো বাকি আছে যা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার দু'টির নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনির্দিষ্টকাল সময় দেয়া সম্ভব নয় বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে এক মাসের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মানের নকশা প্রণয়নের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পত্র প্রদান করা যেতে পারে। স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে এক মাসের মধ্যে নকশা না পেলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় সকলে একমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়নের বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে এক মাসের মধ্যে নকশা প্রণয়নের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে নকশা না পেলে কল্যাণ বোর্ড আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নকশা তৈরী ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।
(৩) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।

(গ) সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয় করা প্রসঙ্গে।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, ২৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বোর্ডের বিভাগীয় উপপরিচালকগন হিসাব রিকনসাইলের কাজ ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সম্পন্ন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংকের রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নিকট থেকে টাকা (১৩,৫৮,১৬,৩৬৪+৩,৮৮,৬৮,৫১৫) = ১৭,৪৬,৮৪,৮৭৯/- বকেয়া টাকা পাওনা ছিল। উক্ত টাকা হতে রাজশাহীতে টাকা ৫,০০,০০,০০০/- এবং বরিশালে টাকা ১,৫০,০০,০০০/- চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সোনালী ব্যাংক কে পরিশোধ করা হয়েছে। বাকী টাকা (৮,৫৮,১৬,৩৬৪+ ২,৩৮,৬৮,৫১৫)= ১০,৯৬,৮৪,৮৭৯/- পরবর্তী অর্থ বছরে পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে। তাছাড়া বোর্ডের আর কোন বিভাগ থেকে ব্যাংক টাকা পাবে না বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

ব্যাংক রিকনসাইলের বিষয়ে গত ০১/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখে বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এবং বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকদের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোনালী ব্যাংক কর্তৃক ৩১/১/২০১৭ খ্রি: তারিখের মধ্যে বোর্ডের রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ ব্যতিত অন্য কোন বিভাগে হিসাব রিকনসাইল সম্পন্ন করেনি। তবে সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা ইতোমধ্যে প্রায় ৪,০০০ টি কল্যাণভাতা আদেশনামা (কার্ড) ফেরত প্রদান করেছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ আদেশনামা ফেরত ও রিকনসাইল কাজ দ্রুত সম্পন্নের জন্য সভাপতি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ৩ মাসের মধ্যে সকল মেয়াদোত্তীর্ণ আদেশনামা ফেরত এবং ২০০৬ হতে ২০১৫ পর্যন্ত রিকনসাইল কাজ সম্পন্ন করবেন বলে সভায় সময় প্রার্থনা করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে উক্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বেধে দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত : **(১) সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা তাদের সংশ্লিষ্ট সকল শাখা হতে মেয়াদোত্তীর্ণ সকল আদেশনামা ফেরত এবং ২০০৬ থেকে ২০১৫ সন পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল কাজ দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবেন;**
(২) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ সন থেকে ২০১৫ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল কাজ তদারকি করবেন;
(৩) রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের নিকট সোনালী ব্যাংকের বকেয়া পাওনা ৮,৫৮,১৬,৩৬৪/- এবং বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নিকট সোনালী ব্যাংকের বকেয়া পাওনা ২,৩৮,৬৮,৫১৫/- পরবর্তী অর্থ বছরে পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
(২) সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা;
(৩) উপপরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)।

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ সংশোধনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ভেটিং এর জন্য ০২ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ১৭ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : **সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশোধনী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ও এসআরও জারীর বিষয়ে সভায় উপস্থিত আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।**

বাস্তবায়নে : (১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
(২) অতিরিক্ত সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; এবং
(৩) যুগ্মসচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (আইন ও বিচার বিভাগ)।

(ঙ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২১০টি অনিয়মিত ও অস্থায়ী পদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির জন্য গত ০৬/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মোট ২১০টি পদ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে : (১) অতিরিক্ত সচিব, সওব্য অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
(২) অতিরিক্ত সচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং
(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ জমি হতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের লক্ষ্যে নির্মিত রাস্তার জন্য ব্যবহৃত জমির দখল গ্রহণ প্রসংগে।

২৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ডের মালিকানাধীন ৭.১৩ কাঠা জমিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য নির্মিত রাস্তাটি আগামী ৩১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে মুসল্লিদের ব্যবহারের উপযোগী করা না হলে আগামী ০১ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে উক্ত রাস্তায় ব্যবহৃত জমির দখল বোর্ড বুঝে নিবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন। বোর্ড সভা উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন ৭.১৩ কাঠা জমিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মুসল্লিদের যাতায়াতের জন্য নির্মিত রাস্তাটি আগামী ৩১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখের মধ্যে মুসল্লিদের ব্যবহারের উপযোগী করা না হলে আগামী ০১ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে উক্ত রাস্তায় ব্যবহৃত জমির দখল কল্যাণ বোর্ড বুঝে নিবে।

বাস্তবায়নে : (১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং
(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ২.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল টা. ২০২,৫২,১১,০০০/- মাত্র। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দাফন অনুদান খাতে সাহায্য মঞ্জুরি বাবদ সরকার হতে ৫০,০০,০০০/- এবং বোর্ডের বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ থেকে টা. ১৯,৭৩,০০০/- সহ অতিরিক্ত টা. ৬৯,৭৩,০০০/- পাওয়া যায়। সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ টা. ২০৩,২১,৮৪,০০০/- অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট টা. ২০৩,২১,৮৪,০০০/- অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৩.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ২৫ তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০শে জুন,

২০১৬ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উক্ত ২১০টি পদ ৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টিসহ মোট ২১০টি পদ ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৪.০। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধিকরণ।

সভায় জানানো হয় যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের চিকিৎসা সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান জীবনযাত্রা ও চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ৪,০০০/- টাকা অনুদান অতিসামান্য। কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের হার বর্তমানে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা। সে অনুযায়ী স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সমপরিমান (বর্তমানে সর্বোচ্চ ২০,০০০/-) আর্থিক অনুদান বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানতে চান যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীগণ নিয়মিত কর্মচারী কিনা এবং তাদের বেতন হতে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম কর্তন করা হয় কিনা। তারা নিয়মিত কর্মচারী নয় এবং তাদের বেতন হতে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম কর্তন করা হয়না বিধায় তাদেরকে সমহারে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান না করে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যেতে পারে। এতে সকলে একমত হন।

সিদ্ধান্ত : স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ৪,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৫.০। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের জন্য বৃদ্ধাশ্রম তৈরির অনুমোদন ও স্থান নির্বাচন।

প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের অনেকেরই বৃদ্ধ বয়সে দেখাশুনার জন্য তাদের কাছে পরিবারে কোন সদস্য থাকে না আবার কোন কোন পরিবারে সদস্য থাকলেও দেখাশুনা করে না বিধায় বৃদ্ধ বয়সে চরম কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। সেলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঢাকা মহানগরীতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মহাপরিচালক সভায় প্রস্তাব করেন। তিনি জানান যে, APA সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম তৈরির প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

মহাপরিচালক সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারটির স্থানটিকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম তৈরির স্থান হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

সিদ্ধান্ত : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারটির স্থানটিকে বৃদ্ধাশ্রম তৈরির স্থান হিসেবে নির্বাচন করে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৬.০। স্টাফবাসের গ্যারেজের স্থান নির্বাচন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি প্রায় ১০০টি বাসের মাধ্যমে প্রায় ৮৫০০ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত বাস/মিনিবাসসমূহ ৬ নং দিলকুশাস্থ বোর্ডের নিজস্ব জমিতে বর্তমানে পার্কিং করা হয়। উক্ত স্থানে ৩০তলা ভবন নির্মাণের প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির পর অতিশীঘ্রই ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হবে। এ কারণে উক্ত বাসগুলো অন্যত্র রাখার বা বিকল্প স্থান নির্বাচন করা খুবই জরুরী।

মহাপরিচালক জানান যে, ঢাকাতে চাকরিরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলাতে অবস্থান করেন। ফলে গাড়ীসমূহ ঢাকা মহানগরী ছাড়াও সাভার, ধামরাই, গাজীপুর, নরসিংদী ও মেঘনাঘাট সহ নিকটবর্তী জেলা সমূহের বিভিন্ন পয়েন্ট হতে যাত্রী আনা-নেয়া করে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে স্টাফবাস কর্মসূচির গ্যারেজ নির্মাণের জন্য সরকারি খাস জমি বরাদ্দের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদীর জেলা প্রশাসকগণকে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। এছাড়াও ঢাকার ডেমরা অথবা যাত্রাবাড়ী এলাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মেরামত কারখানা ও ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী বাসের গ্যারেজের বিকল্প স্থান নির্ধারণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ গ্রহণ খুবই জরুরী।

সভায় এ বিষয়ে আলোচনাকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ করে স্টাফবাস কর্মসূচির গাড়ির গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে খাস জমি বরাদ্দের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে সভা করে স্টাফবাস কর্মসূচির গাড়িগুলোর জন্য একটি মেরামত কারখানা ও গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের বিষয়টি সুরাহা করে বোর্ডের মহাপরিচালককে অবহিত করবেন।

বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।

আলোচ্যসূচি ৭.০। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি একটি স্থায়ী ও অত্যাবশ্যকীয় সেবামূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা-নেয়া করা হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির জনবল পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

আউট সোর্সিং নীতিমালা ২০০৮ প্রবর্তনের পর স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও আশানুরুপ কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ফলে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রতি বছরই কিছু কিছু গাড়ীচালক ও বাসহেলপার অবসরে যাওয়ার ফলে স্টাফবাস সার্ভিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে এ কর্মসূচির ১ জন সুপারভাইজার, ২৯ জন ড্রাইভার, ২০ জন হেলপার ও ৭ জন মেকানিক হেলপার, ১ জন দারোয়ানসহ মোট ৫৮ টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদে জনবল নিয়োগ না করার ফলে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির সেবার মান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রায় ১০০(একশত) টি গাড়ী দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে সময়মত আনা-নেয়া করে যাচ্ছে। এ গাড়ীগুলো সরকারি স্বার্থে ক্রয় করা হয়েছে। এ মূল্যবান সরকারি সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই সমীচীন বা যুক্তি সংগত। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা হলে ঐ গাড়ীসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সরকারের এ সম্পদ রক্ষার্থে ও সরকারি কর্মচারীদের সেবার মান অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির জনবল সরাসরি নিয়োগ করাই যুক্তিসংগত। তাছাড়া আউটসোর্সিং নীতিমালার ধারা ৭ এর (ঙ) তে ড্রাইভার এর সেবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে গ্রহণের ক্ষেত্রে গাড়ীসহ ড্রাইভার এর সেবা গ্রহণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৯০ ও সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি ১৯৮৫ অনুযায়ী বাস/মিনিবাস চালানোর জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরাসরি জনবল নিয়োগ করে থাকে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ১৯৯৮ নীতিমালা অনুযায়ী সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে বলে সভায় সকলেই ঐক্যমত হন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ১৯৯৮ নীতিমালা অনুযায়ী সরাসরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্টাফবাস কর্মসূচিতে দক্ষ জনবল নিয়োগ প্রদান করবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৮.০। মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ট্রেড কোর্স চালু করার এবং ভূতাপেক্ষভাবে ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন কোর্সের অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ট্রেড কোর্স আউট সোর্সিং করে প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে চালু করার এবং ভুতাপেক্ষভাবে নতুন তিনটি কোর্স যথা: বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং ও ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স চালু করার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হলে সকলেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আউট সোর্সিং করে প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ট্রেড কোর্স নতুন চালু করার এবং ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন ৩টি কোর্স চালু করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৯.০। সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনা।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৬ ধারার (ত) উপধারা মোতাবেক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে তাঁকে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক লাখ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। সর্বশেষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি. তারিখের জারীকৃত গেজেটে এ সাহায্যের সীমা রাখা হয়নি। ২০০৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইনে এ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে কোন নীতিমালা বা পদ্ধতি প্রণয়ন না করায় ইতোপূর্বে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়নি এবং এ খাতে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দও রাখা হয়নি।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, ২০০৪ সালে আইন জারীর পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১১টি আবেদন পাওয়া যায়। আবেদনসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে ২৫তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত বোর্ড সভায় আবেদনগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি গত ১২/১২/২০১৬ খ্রি. ও ০৮/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে সভায় মিলিত হয় এবং প্রাপ্ত ১১টি আবেদন যাচাই বাছাই করেন। যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ১১টি আবেদনের মধ্যে ৭ জন আবেদনকারী ইতোমধ্যে অবসরে গিয়েছেন। ৩ জনের আবেদনে মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এ মূহর্তে উক্ত আবেদনগুলি বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। শুধুমাত্র শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া এর আবেদনে মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং তাঁর আবেদনে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যয়িত ১১,৮১,০০০/- (এগার লাখ একাশি হাজার) টাকা ব্যয়ের ফিরিস্তি রয়েছে। কিন্তু কোন খাতে কত টাকা তার ফিরিস্তি দেখা যায় না। জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়ার মামলাটি একটি স্পর্শকাতর মামলা এবং তিনি স্থানীয় আদালত হতে এ মামলায় অব্যহতি পাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁর মামলার বিষয়টি বিবেচনায় আনা যায়। তবে যেহেতু বর্তমানে এ বিষয়ে কোন নীতিমালা নেই এবং তা করা সময় সাপেক্ষ বিষয় সেহেতু কমিটি অর্থ প্রদানের বিষয়ে কোন সুপারিশ না করে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মামলায় আর্থিক সহায়তার আবেদনের ফরম, মামলার ধরণ এবং খরচের খাত অনুযায়ী কোন ধরণের মামলায় কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করা যায় সে সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং কমিটি পুনর্গঠনের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতদবিষয়ে পূর্বে গঠিত কমিটি পূনর্গঠন করে প্রযোজ্য নীতিমালা দ্রুত প্রণয়নের জন্য এবং নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বে কোন আবেদন বিবেচনা না করার ব্যাপারে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে কমিটিতে এটর্নি জেনারেল এর অফিসের ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব) এবং মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক এর অফিসের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। কমিটি এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক মামলার আর্থিক সহায়তার আবেদন ফরম এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে।

এছাড়া কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সভায়, সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সরকারি কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি

সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। উক্ত নীতিমালায় কোন জাতীয় মামলা বিবেচনা করা হবে, মামলায় শতকরা কতভাগ ব্যয় প্রদান করা হবে এবং কোন খাত থেকে ব্যয় হবে তা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৬ ধারার (ত) উপধারা অনুযায়ী সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে উপকমিটি পুনর্গঠন করা হয়:

১.	**মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড**	-	সভাপতি
২.	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব)**	-	সদস্য
৩.	**জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব)**	-	সদস্য
৪.	**লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব)**	-	সদস্য
৫.	**অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব)**	-	সদস্য
৬.	**ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**	-	সদস্য
৭.	**মহা হিসাব নিয়ন্ত্রক এর অফিসের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যদার)**	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) সিভিল প্রশাসনে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করে অনুমোদের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন;

(খ) অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী আবেদন ফরম সংশোধন।

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ১০.০। স্টাফবাসের ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বড় বাসের ভাড়া প্রতি কি.মি. ০.২০ টাকা এবং মিনিবাস প্রতি কি.মি. ০.৪০ টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে। উক্ত ভাড়া সর্বশেষ ০১/০৭/২০১০খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। ২০১৫ সালে জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করা হলেও স্টাফবাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়নি।

বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয় জানান যে, বর্তমানে গাড়ীর যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ভুর্তকির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় স্টাফবাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় বড় বাসের ভাড়া প্রতি কি.মি. ০.৫০ টাকা এবং মিনি বাসের ভাড়া প্রতি কি.মি. ১.০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো।

একইভাবে পিকনিক, বিবাহ অনুষ্ঠান, সেমিনার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বড় বাস ও মিনিবাসের ভাড়া প্রতি কি.মি ৭০/- টাকার স্থলে বড় বাসের ভাড়া প্রতি কি.মি ১০০/- টাকা এবং মিনিবাসের ভাড়া ১২৫/- টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া পিকনিক বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের ভাড়ার ক্ষেত্রে হোল্টেজ চার্জ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ৬০০/- টাকা, ১২ ঘন্টার উর্ধ্বে হলে প্রতি ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত ১০০/- টাকা এবং গাড়ীচালক, বাসহেলপার ও মেকানিক এর সম্মানী ৮০০/- টাকা হতে ১২০০/- টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলো।

সম্প্রতি কর্মসূচির গাড়ী বহরে ২টি এসি মিনি বাস যুক্ত হয়েছে। উক্ত দু'টি এসি মিনি বাস পিকনিক, বিবাহ অনুষ্ঠান, সেমিনার ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়ার জন্য প্রতি কিলোমিটার ১৫০/- টাকা হিসেবে ভাড়া নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হলো।

সিদ্ধান্ত: (ক) স্টাফবাসে যাতায়াতকারী কর্মচারীদের জন্য বড় বাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ০.৫০ টাকা এবং মিনিবাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ১.০০ টাকা নির্ধারণ করা হলো;

(খ) সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে বড় বাসের ভাড়া ১০০/- টাকা এবং মিনিবাসের ভাড়া ১২৫/- টাকা নির্ধারণ করা হলো;

(গ) **সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে হোল্টেজ চার্জ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ৬০০/- টাকা, ১২ ঘন্টার বেশি হলে প্রতি ঘন্টার জন্য অতিরিক্ত ১০০/- টাকা এবং গাড়ীচালক, বাস হেলপার ও মেকানিক এর সম্মানী ৮০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো;**

(ঘ) **সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে এসি মিনিবাসের জন্য প্রতি কিলোমিটার ১৫০/- টাকা নির্ধারণ করা হলো;**

(ঙ) **উক্ত বর্ধিত ভাড়া ১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. হতে কার্যকর করা হলো।**

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ১১.০। বিবিধ:

(ক) বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদর বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য প্রদত্ত সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭/১১/২০১৩ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত ১৯তম বোর্ড সভায় সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী টা. ১,০০০/- (এক হাজার) হতে বৃদ্ধি করে ১৫% ভ্যাটসহ টা. ১,৭৬৫/- (এক হাজার সাতশত পয়ষট্টি) নির্ধারণ করা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানী অত্যন্ত কম। উক্ত ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা সম্মানী খুবই কম হওয়ায় সভায় তা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে ১৫% ভ্যাটসহ টা. ২,৩০০/- (দুই হাজার তিনশত) নির্ধারণ করা যায় মর্মে সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদর বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য প্রদত্ত সম্মানী টা. ১,৭৬৫/- (এক হাজার সাতশত পয়ষট্টি) হতে বৃদ্ধি করে ১৫% ভ্যাটসহ টা. ২,৩০০/- (দুই হাজার তিনশত) নির্ধারণ করা হলো।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সদস্যদের সম্মানী প্রদান।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ৩ টি কমিটি রয়েছে। স্থায়ী মেডিকেল বোর্ডে (৩ সদস্যের) প্রাথমিক বাছাই করে অর্থ সুপারিশ করা হয়, পরবর্তীতে বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে যাচাই-বাছাই কমিটির (৪ সদস্যের) সভায় পুনরায় বাছাই করা হয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সভাপতিত্বে ব্যস্থাপনা কমিটির (৭ সদস্যের) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত ৩টি কমিটির সভায় কমিটির সদস্যগণকে কোন সম্মানী প্রদান করা হয় না। সম্মানী না থাকায় সদস্যগণ এ শ্রমসাধ্য কাজ সম্পাদনে আগ্রহ প্রকাশ করে না। সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, এ কাজের জন্য উক্ত ৩টি কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সম্মানি প্রদান করা উচিত।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত ৩টি কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সম্মানি হিসেবে ১০% ভ্যাটসহ টা. ১,১০০/- করে প্রদানের জন্য সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদান সংক্রান্ত ৩টি কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে সভায় যোগদানের জন্য ১০% ভ্যাটসহ টা. ১,১০০/- (এক হাজার একশত) নির্ধারণ করা হলো।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত এবং মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীর সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির হার পুনঃ নির্ধারণ।

সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সর্বোচ্চ দু'সন্তানের জন্য শিক্ষাবৃত্তির হার ১৭তম বোর্ড সভায় নির্ধারিত হয়। সে প্রেক্ষিতে সরকারি ও

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মচারীর সন্তানদের নিম্নরূপ হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে:

(১) ৯ম ও ১০ম শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১৫০/-।

(২) একাদশ ও দ্বাদশ বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ২০০/-।

(৩) স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ ২৫০/-।

(৪) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিঃ ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ ৩০০/-।

সভায় মহাপরিচালক বলেন যে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষাবৃত্তির উক্ত হার খুবই নগন্য। তাছাড়া এ শিক্ষাবৃত্তি যাদের সন্তানদের দেয়া হয় তারা মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান। মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদের সামাজিক নিরাপত্তা ও তারা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য শিক্ষাবৃত্তির হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে নিম্নরূপ হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

(১) ৯ম ও ১০ম শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টা. ২০০/-।

(২) একাদশ ও দ্বাদশ বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টা. ৩০০/-।

(৩) স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টা. ৪০০/-।

(৪) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিঃ ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টা. ৫০০/-।

সিদ্ধান্ত : সরকারি ও বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত এবং মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীর সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির নিম্নরূপ হার নির্ধারণ করা হলো।

১.	**৯ম ও ১০ম শ্রেণি বা সমমানের শ্রেণির জন্য প্রতি মাসে**	**-**	**টা. ২০০/-**
২.	**একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমানের শ্রেণির জন্য প্রতি মাসে**	**-**	**টা. ৩০০/-**
৩.	**স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/ কোর্সের জন্য প্রতি মাসে**	**-**	**টা. ৪০০/-**
৪.	**স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/ কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে**	**-**	**টা. ৫০০/-**

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫.৭.১৭

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।